৺বিজয়ায় জানাই
সকলকে আমাদের আন্তরিক
প্রীতি, শুভেচ্ছা ও
অভিনন্দন।

ধনরাজ পিপাড়া
মুরারই, বীরভূম
শাখা—রঘুনাথগঞ্জ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৯ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৭৩ ইং 26th Oct 1966 { ২৩শ সংখ্যা।

দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ডেন্টাল ক্লিনিক
ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেন্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
স্টুডেন্টস ফেভারিট
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৩ সাল।

বিজয়া

—•—

বোধনের মঙ্গলবাদ্যের সহিত বাঙ্গালীর মনের মন্দিরে মায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সারা বর্ষের পর মা'কে অন্তর আসনে বসাইয়া বাঙ্গালার নর-নারী 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছিল, মা! মা বলিতে বাঙ্গালীর অন্তর বাহির ভরিয়া গিয়াছিল, বিজয়া দশমীতে মা'র বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী মা'কে তিনদিন ধরিয়া গৃহে পাইয়া, পরম ভক্তিভরে মা'র পূজা করিয়াছে, মা'র রাঙা চরণে কামনা বাসনা নিবেদন করিয়াছে, বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় সেই মা'কে পুণ্য সলিলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছে। মা'র আগমনও বঙ্গবাসীর নিকট যেমন আনন্দদায়ক মা'র বিদায়ও তেমনি আনন্দদায়ক পবিত্র। দেবী বিসর্জ্জন—ত মায়ের বিসর্জ্জন নয় যে অবসাদ আসিবে, বিষাদে মন প্রাণ ভরিয়া যাইবে, মা-হারা সন্তানের আকুলি বিকুলিতে আকাশ বাতাস সিক্ত করিয়া ফেলিবে—এ যে শুধু সেই মৃন্ময়ী মূর্ত্তির বিসর্জ্জন! মা যে অন্তরে, মা, যে সন্তানের বুকে! মা'র কি বিসর্জ্জন আছে? সন্তানের মনোমন্দিরে মা যে চিরস্থায়ী হইয়া আছেন! যুগ-যুগান্ত জন্ম-জন্মান্ত মা যে সেই সোনার সিংহাসনে বসিয়া ভক্তের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন। মার বিসর্জ্জন নহে, বিসর্জ্জন সেই মাটীর যে মাটী অন্তরে থাকিয়া মানুষকে মানুষের শত্রু করে; বিসর্জ্জন সেই পঙ্কের—যে পঙ্ক অন্তরে রহিয়া হিংসা দ্বেষে মানুষকে অ-মানুষ করে। বিজয়া দশমীতে মৃন্ময়ী মূর্ত্তির সঙ্গে তাহাই ভাসাইয়া দিয়া আসিয়া নির্ম্মল পবিত্র অন্তরে মা'র নাম স্মরণ করিয়া মানুষকে আলিঙ্গন দিতে হয়। শত্রু নাই মিত্র নাই, আত্মীয় নাই পর নাই—মা'র সন্তান যে যেখানে আছে তাহাকেই আলিঙ্গন বদ্ধ করিতে হয়। বিজয়া দশমীতে বাঙ্গালীর মনুষ্যজীবনের চরম ও পরম সুখের অনুভূতি! মা সন্তানকে, প্রণয়িত ভার্য্যাকে, পুত্র পিতাকে, ভগ্নী ভ্রাতাকে, বন্ধু বন্ধুকে স্নেহ সম্ভাষণ জানায়; মনের ময়লা ধুইয়া আসিয়া মানুষ দেখিলেই প্রেম জ্ঞাপন করে—জাতির জীবনে এমন দিন রোজ আসে না—তাই "বিজয়া" বাঙ্গালীর এত আদরের। সুদূর প্রবাসে থাকিয়া আত্মীয়ের কথা বড় বেশী মনে পড়ে; কাছে পাইলে আনন্দের সাগর উথলিয়া উঠে—যাহারা কাছে নাই তাহাদের দুঃখ বেশী করিয়া অন্তরে বাজে!

আজ যদি পারিতাম আত্মপর ভুলিয়া মানুষকে মানুষ বলিয়া কোল দিতে, অস্পৃশ্য নীচ ভাবিয়া মানুষকে দূরে না ঠেলিয়া যদি আজ তাহাদেরই বুকে ধরিতে পারিতাম, শত্রুতা ভুলিয়া সকলকেই আপনার করিয়া লইতে পারিতাম, বিজয়া দশমীর শিক্ষা তবেই আমাদের সফল হইত; দেবী আরাধনা তবেই সার্থক হইত! কিন্তু সে মন কৈ? মনের মাটি ত যায় না, আবিলতা যে তার পরতে-পরতে! মা'কে 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারিলে আবিলতা দূর হইত, মলা ঘুচিত—কিন্তু 'মা'-ডাক ডাকিবার মত কণ্ঠ কৈ? সে শক্তি কৈ? সে ভক্তিই বা কোথায়?

বিজয়া দশমী লোকাচার নহে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ লভিবার এই একমাত্র ধর্ম্ম! যে ধর্ম্মে মনুষ্যমাত্রকেই আপনার করিতে বলে, বিজয়ার সেই ধর্ম্ম! সেই ধর্ম্ম অনুসারে যতদূর সাধ্য মানুষকে চলিতে হয়, তবেই তাহার পূর্ণত্ব!

আজ বিজয়া দশমীর পর আমরা প্রথম আমাদের পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি। বুকভরা আশা লইয়া সকলকেই আমরা বিজয়ার সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। বিনিময়ে আমরাও সম্ভাষণের ভিখারী। আদান প্রদানেই ইহার সার্থকতা!

বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের কথা বলিতে গিয়া মনে পড়িতেছে, দুর্ভিক্ষপীড়িত ভাই-বোনগুলির কথা! আজ তাহারা গৃহহারা, অন্নহীন—এক মুষ্টি অন্নের জন্য চারিদিকে হাহাকার, চারিদিকে মরণের আর্ত্তনাদ! জগজ্জননীর আগমনেও দেশের যে এ দুর্দ্দশা হয়—তাহার কারণ আমাদের ভক্তিহীনতা ছাড়া আর কি বলিতে পারি? মা কি কাহারো সর্ব্বনাশ করিতে পারেন? মা যে আমার মঙ্গলময়ী, সন্তান আপন দুঃখে দুঃখ পায়, আপন কর্ম্মফল ভোগ করে, মা কি করিবেন?

তবুও ডাক, ডাকার মত ডাক, মা'র কানে তা পঁহুছিবে, সকল দুঃখ দূর হইবে।

বিজয়ার পর

বিজয়ার পর আমরা আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী অহিতাকাঙ্ক্ষী সকলকেই সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। বৎসরের মাত্র এই এক বিজয়ার দিন উপলক্ষ করিয়া আমরা সকলের সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া পরিতৃপ্ত হই। এই প্রথা পুরাতন হইলেও অপরিহার্য্য নহে। শত্রু যে চিরকালই শত্রু থাকিবে তার কোন মানে নাই। জীবনের সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখিলেই মনে হইবে, যে এই স্বল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে সামান্য কারণে কত জনের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইয়াছে আবার কত সামান্য ঘটনায় মিলনে আবার অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। অতএব আমরা আপামর সকলকেই আমাদের বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন।

মা গঙ্গার দশা

আজ কার্ত্তিক মাস। এর মধ্যেই ভাগীরথীর মধ্যে প্রকাণ্ড চড়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে চলিয়া পারাপার করা যাইতেছে। চৈত্র বৈশাখে যে কি দশা হইবে তা মা গঙ্গাই জানেন। এই সময়ে কিন্তু পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষাকল্পে মিউনিসিপ্যালিটির চেষ্টা করা উচিত। আর যাতে আস্ত মরা শবদাহের ঘাটে না পোঁতা হয় তদ্বিষয়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থা করা উচিত।

ভিখারীর বিজয়ার গান

—০—

মা জগদম্বা তাঁহার পিত্রালয় গিরিরাজ হিমালয় ভবনে মাত্র তিন দিন থাকিয়া শিবের সহিত কৈলাসে গমন করিলে জননী মেনকা তিন দিনকে স্বপ্ন বলিয়া স্বামীর নিকট বিলাপ করিতেছেন। পূর্ব্বে ভিক্ষুক এক মুষ্টি তণ্ডুল বা একটি পয়সার বিনিময়ে রাণীর খেদ বেহালা বাজাইয়া গান করিত।

গান

গিরি! গৌরী আমার এসেছিল।
যেন স্বপ্নে দেখা দিয়ে
চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিণী
কোথা লুকাইল।

কহিছে শিখরী কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাইল।

—•—

দেখা দিয়ে কেন এত মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া হলো না মহামায়ার
দেখ দেখি গিরি, কি দোষ আমার
পিতৃ দোষে মা মোর, পাষাণী হ'ল।

প্রতিমা বিসর্জ্জন

—•—

অন্যান্য বৎসরের মত এবারও ১৩/১৪ খানি প্রতিমা ভাগীরথী তীরে আনা হইয়াছিল। জলের অল্পতার জন্য সকল প্রতিমা নৌকায় উঠান হয় নাই। পাঁচ ছয় খানি প্রতিমা নৌকায় উঠাইয়া বাচ হইয়াছিল। পূর্ব্বে যা' ছিল তার এক চতুর্থাংশ ধুমধাম এখন হয় না। কোনরূপে কৌলিক রক্ষা হচ্ছে মাত্র।

ধানের অবস্থা

ধান বেশ ভাল। এ সময়ে একবার জল হ'লে সুধাবৃষ্টি হয়। কিন্তু কেবল জল তার সঙ্গে বাতাস হ'লে বিষ-ক্রিয়া করবে।

"বিনা বায়ে বরখে তুলা
কাঁহা রাখবি ধান।"

মোটরকারের চাপে গ্রামবাসী ভীষণ আহত

গত ২১শে অক্টোবর শুক্রবার জাতীয় সড়কের উপর পেট্রোল পাম্পের কাছে জরুর গ্রামের সাইফুদ্দিন সেখ নামে এক গরীব চাষী মোটরকার চাপা পড়ায় ভীষণ ভাবে আহত হইয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ থানা হইতে তাহাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়। ২২শে অক্টোবর শনিবার তাহাকে য়্যাম্বুলেন্স যোগে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। লোকটী কিছু সুস্থ আছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

সাইকেল চুরি

গত ২২শে অক্টোবর শনিবার রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়া বাজারের নিকট হইতে আইলেরউপর গ্রামের জনৈক মণ্ডলের একখানি সাইকেল চুরি গিয়াছে। কয়েকদিনের মধ্যে ৪/৫ খানি সাইকেল চুরি গেল।

পরলোকগমন

মুর্শিদাবাদ জেলার আর-এস-পি নেতা ও "বালুচর" পত্রিকার সম্পাদক গৌরীপ্রসাদ সেন সম্প্রতি ৫১ বৎসর বয়সে কলিকাতা "সুখলাল কারনানী" হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীসেন ছাত্রজীবন থেকেই বিপ্লবী সংগঠন, অনুশীলন সমিতি ও ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহুবার কারাবরণও করিয়াছেন। কবি ও সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২১শে নভেম্বর, ১৯৬৬

১৯৬৪ সালের ডিক্রীজারী

৩৮ মনি ডিঃ প্রমোদরঞ্জন দাস দিং দেঃ রমণীরঞ্জন দাস দিং দাবি ৪০৯১ পয়সা থানা সুতি মৌজে হারোয়া ৫০।৭ পাই জমার সামিল ২-০৬ শতক জমি দেন্দারের ½ অংশ

৩৯ মনি ডিঃ ঐ দেঃ কালীকিঙ্কর দাস দিং দাবি ৪৯৪৫ পয়সা মৌজাদি ঐ ২৭-৪৪ শতক জমির কাত ৫০।৭ পাই জমার সামিল ৩৬ শতক জমি আঃ ৩৫৲

নিলামের দিন ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬

১৯৬৬ সালের ডিক্রীজারী

২ মনি ডিঃ বীণাপাণি ব্যানার্জ্জী দেং নলিনাক্ষ বড়াল দিং দাবি ১৯৯৬৫ পয়সা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৬ শতক জমির জমা ২৮০ তন্মধ্যে দেন্দারগণের ।/৬।= অংশে ২ শতক জমি হারাহারি মতে জমা ৸৵৮ পাই। উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত ইট, কাঠ, তীর, বরগা, কপাট চৌকাট, জানালাসহ নওয়াজিম্মা আঃ ১০০৲ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব খং ৫৮২

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে
মুক্তহস্তে দান করুন

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

অম্বলের যম আরকানা অম্বলের যম

অম্লশূল, পিত্তশূল, টক-বমি, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, লিভার ব্যথা ও যাবতীয় পেটবেদনায় আশু ফলপ্রদ সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাইবেন।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের
পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।
বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।
শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)